গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন শাখা -৫

নং-পাসম-উঃ৫/ডপ-২/৯৭(ক)/ তারিখ ঃ ৩০-০৫-২০০১খ্রিঃ

বিষয় ঃ বিগত ২২-৫-২০০১ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির ৯ম সভার কার্যবিবরণী ।

বিগত ২২-৫-২০০১ তারিখ সকাল ১১-৩০ ঘটিকায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির ৯ম সভা অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির আহবায়ক মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রী জনাব আব্দুর রাজ্জাক সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় উপস্থিত জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির সদস্য এবং সহায়তাকারী কর্মকর্তাদের তালিকা পরিশিষ্ট- 'ক'-তে সংযুক্ত করা হলো। সভার মূল আলোচ্যসূচী ছিল " জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার খসড়া চূড়ান্ত উন্নয়ন কৌশল পর্যালোচনা এবং ভবিষ্যৎ দিক নির্দেশনা প্রদান" ।

২। " জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার খসড়া চূড়ান্ত উন্নয়ন কৌশল পর্যালোচনা এবং ভবিষ্যৎ দিক নির্দেশনা " বিষয়ে আলোচনা ঃ

২.১ রিপোর্ট উপস্থাপনা ঃ

আলোচনা শুরুতে মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রী সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরুর জন্য সচিবকে অনুরোধ করেন। পানি সম্পদ সচিব সভার আলোচ্যসূচি তুলে ধরেন ও সভায় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার খসড়া চূড়ান্ত উন্নয়ন কৌশল প্রণয়নের পটভূমি ব্যাখ্যা করেন। মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রী সভায় উপস্থিত সকলের পরিচয় গ্রহণের পর বলেন যে, জাতীয় পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা প্রণয়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বিধায় এর চূড়ান্ত উন্নয়ন কৌশল প্রতিবেদন প্রণয়নের ক্ষেত্রে ব্যাপক পর্যালোচনার প্রয়োজন সে কারণে ১৫ (পনের) দিন পর জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির আরোও একটি সভায় পর্যালোচনা করা হবে। তিনি পানি সম্পদ সচিবকে নির্বাহী কমিটির সকল সদস্যের সাথে আলোচনা করে সভার তারিখ নির্ধারণের জন্য অনুরোধ করেন। অতঃপর সচিব মহোদয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার মহাপরিচালককে খসড়া চূড়ান্ত উন্নয়ন কৌশল উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন।

২.২ পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার মহাপরিচালক জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার খসড়া চূড়ান্ত উন্নয়ন কৌশল প্রণয়নের প্রেক্ষাপটসহ মূল বিষয়ে প্রধান প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়াবলী মিডিয়া প্রজেকশনের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। উপস্থাপনকালে তিনি উল্লেখ করেন যে, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) " জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা" প্রণয়ন কাজে নিয়োজিত। অনুমোদিত ১৯৯৯ সালে ঘোষিত জাতীয় পানি নীতির সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নের মূল ভিত্তি হিসেবে খসড়া চূড়ান্ত উন্নয়ন কৌশল প্রণীত হয়েছে। এ চূড়ান্ত উন্নয়ন কৌশলের আলোকে জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে। এ উদ্দেশ্যে ১৯৯৮ সালের মধ্য মার্চ হতে ওয়ারপোর তত্ত্বাবধানে পরামর্শক কাজ করে যাচ্ছে। প্রণীতব্য পরিকল্পনাটির ৩টি অংশ রয়েছে ঃ

আগামী ৫ বছরের জন্য পরিকল্পনা , আগামী ৬ষ্ঠ বর্ষ হতে ১০ম বর্ষ পর্যন্ত নির্দেশিকা (Indication) পরিকল্পনা এবং আগামী ১১শ হতে ২৫শে বর্ষ পর্যন্ত সময়ের জন্য পরিপ্রেক্ষিত (Porapcctivo) পরিকল্পনা।

২.৩ ওয়ারপোর মহাপরিচালক বলেন যে, জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে ওয়ারপোর নিয়োজিত পরামর্শক "খসড়া উন্নয়ন কৌশল প্রতিবেদন" (Draft Development Strategy Report) প্রণয়ন করে। ওয়ারপো এ প্রতিবেদনের বিভিন্ন সংস্থার নিকট পর্যালোচনা ও মতামত প্রদানের জন্য প্রেরণ করে। এ ব্যাপারে ৬০০ টির বেশী মন্তব্য পাওয়া যায়. মন্তব্যসমূহের আলোকে " খসড়া চূড়ান্ত উন্নয়ন কৌশল প্রতিবেদন" (DSR) টির চূড়ান্ত খসড়া তৈরী করা হয়।

২.৪ মহাপরিচালক বলেন যে, " উন্নয়ন কৌশল প্রতিবেদন" টির মূল উদ্দেশ্য হলো পানি সম্পদ বিষয়ক ক্ষেত্রে চিহ্নিত Option সমূহকে পরীক্ষা ও মূল্যায়ন করে এর মধ্যে থেকে উপযুক্ত Option গুলি " জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা" প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা এবং পরিশেষে এ Option সমূহকে সঠিকভাবে সংযুক্ত করে জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার জন্য বিকল্প কৌশল নির্ধারণ করা। খসড়া উন্নয়ন কৌশল প্রতিবেদনে আর্সেনিক এবং অন্যান্য দূষণ যা নিরাপদ পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক, [illegible] শুষ্ক মৌসুমে পানির স্বল্পতা, নদী ভাঙ্গন এবং কৃষি ও বসত ভূমির ধ্বংস, পানি সম্পর্কিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যেমন বন্যা ও সাইক্লোন এবং অভ্যন্তরীণ এবং সমুদ্র উপকূলীয় বন্যা ও জলাবদ্ধতা কারিগরি বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এ ছাড়া প্রতিবেদনে বর্তমান পানি সম্পদ অবকাঠামোর অপর্যাপ্ততা, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়, পল্লী ও শহর এলাকায় পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থা এবং জনগণের জন্য নির্মিত অবকাঠামোর অর্থায়ন ও সরবরাহ; পানির মান ও পরিবেশের উন্নয়ন সংরক্ষণ, সেবাদান, স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা উন্নয়ন, পানি সম্পদ ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীয়করণ এবং জনগণের অংশ গ্রহণ নিশ্চিতকরণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও পুনর্বিন্যাস এবং পানি ব্যবহার অধিকার সুরক্ষা করার জন্য আইন যুক্তিযুক্তকরণ, সংস্থাসমূহের দায়-দায়িত্ব ব্যাখ্যা এবং সুষ্ঠু পানি ব্যবস্থাপনার উন্নতিকরণ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিষয়সমূহ গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা হবে।

২.৫ খসড়া উন্নয়ন কৌশল প্রতিবেদনে নিম্নে বর্ণিত ছটি জাতীয় উদ্দেশ্যের উপর সমান গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে মর্মে তিনি উল্লেখ করেন ঃ

(ক) অর্থনৈতিক উন্নয়ন;

(খ) খাদ্য নিরাপত্তা;

(গ) দারিদ্র্য দূরীকরণ;

(ঘ) জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন;

(ঙ) জনস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা; এবং

(চ) প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ।

২.৬ মহাপরিচালক উন্নয়ন কৌশল প্রতিবেদনে যে সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেন। ১৩টি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত বিষয়গুলো হলো ঃ

পরিচ্ছেদ-১, পটভূমি, প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য ও পানি সম্পর্কিত বিষয়বস্তু, পরিচ্ছেদ-২, নীতি নিরূপন ও উদ্দেশ্য সমূহ, পরিচ্ছেদ-৩ঃ ভূমি ও পানি সম্পদ, পরিচ্ছেদ-৪ঃ প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, পরিচ্ছেদ-৫, সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি, পরিচ্ছেদ-৬ঃ প্রধান নদী সমূহের উন্নয়ন, পরিচ্ছেদ-৭ঃ শহর ও পল্লী এলাকা, পরিচ্ছেদ-৮ঃ প্রধান নগর সমূহ, পরিচ্ছেদ-৯ঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, পরিচ্ছেদ-১০ঃ কৃষি ও পানি ব্যবস্থাপনা, পরিচ্ছেদ-১১ঃ প্রাকৃতিক পরিবেশ ও মৎস্য সম্পদ, পরিচ্ছেদ-১২ঃ জাতীয় বিকল্প কৌশল এবং প্রয়োজনীয় অর্থায়ন বিনিয়োগ, পরিচ্ছেদ-১৩ঃ জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার খসড়া তৈরীর জন্য প্রস্তাবিত নির্দেশিকা।

২.৭ মহাপরিচালক উল্লেখ করেন যে, ২৫ বছর মেয়াদি এ পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ১০০,০০০ (এক লক্ষ) কোটি টাকার প্রয়োজন হবে। অর্থাৎ এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রতি বছর গড়ে ৪০০০(চার হাজার) কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দের প্রয়োজন হবে।

৩.০ আলোচনা ঃ

৩.১ IUNC এর Country Director ড: আইনুন নিশাত বলেন নদী ব্যবস্থাপনা [illegible]

নির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যাতে প্রণীত প্রতিবেদনটি সকলের মাঝে বিতরণ করা যায় এবং সংশ্লিষ্ট সকলে সহজে ব্যবহার এবং নির্দেশনা হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, পরিবেশের জন্য পানি বরাদ্দ প্রতিবেদনে সঠিক ভাবে প্রতিফলিত হয়নি। তিনি প্রতিবেদনকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদানের জন্য সুপারিশ করেন। এ ছাড়া তিনি সকল প্রকার নলকূপের জন্য লাইসেন্স প্রদানের বিষয়ে পুনর্বিবেচনার দাবি করেন। পানি ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন যা প্রতিবেদনে সঠিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রকল্প এবং স্থানীয় সরকারের মধ্যে সম্পর্ক সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে হবে। নগরায়নের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। কারণ ২০২৫ সালে পল্লী এলাকার তুলনায় শহরের জন সংখ্যা অধিক হবে। আন্তঃখাত ভিত্তিক দ্বন্দ্ব নিরসনের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা থাকতে হবে। বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য সারা দেশের বাঁধ উঁচু করার চেয়ে তিনি পানি নিষ্কাশনের উপর গুরুত্ব প্রদানের জন্য বলেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, ভূপরিস্থ পানি ব্যবহারের চেয়ে ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহারের উপর প্রতিবেদনে অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে যা সঠিক নয়। তিনি চূড়ান্ত উন্নয়ন কৌশল প্রতিবেদনের Executive Summary - এর ৩৮ পৃষ্ঠার ১ম বুলেটে বর্ণিত অংশটি ভূগর্ভস্থ পানির সাথে সম্পর্কিত বিধায় উক্ত পরিচ্ছেদে প্রতিস্থাপন যুক্তিযুক্ত হবে। এছাড়া পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে অর্থায়ন যাতে বাধার সৃষ্টি না হয় সে জন্য তিনি অর্থায়নের উপর অধিক গুরুত্ব না দিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা প্রণয়নের উপর গুরুত্ব দেয়া সমীচীন বলে মত প্রকাশ করেন।

৩.২ কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব বলেন যে, ক্ষুদ্রায়তন সেচের ক্ষেত্রে ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহার করা হয়ে থাকে যা কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়িত হয় কিন্তু বিষয়টি প্রতিবেদনে গুরুত্ব পায়নি। চূড়ান্ত উন্নয়ন কৌশল প্রণয়নের ক্ষেত্রে জাতীয় কৃষি নীতি, ভূমি ব্যবহার নীতি এবং খাদ্য নীতি যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। এ সকল নীতির আলোকে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। তিনি আরো উল্লেখ করেন ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক থাকায় তা ব্যবহারের ফলে কৃষিজ পণ্য উৎপাদনের উপর কোন প্রতিক্রিয়া হচ্ছে কিনা এবং কৃষিজ খাদ্য দ্রব্য গ্রহণের ফলে মানব স্বাস্থ্যে এর প্রভাব বিষয়টি বিবেচনায় আনতে হবে। উদ্ধারকৃত ভূমি ভূমিহীন কৃষকদের মাঝে ধান উৎপাদনের জন্য বিতরণের নীতিমালা রয়েছে কিন্তু দেখা গেছে খুলনা এলাকায় বরাদ্দকৃত জমি কৃষি কাজে ব্যবহার না করে চিংড়ি চাষে ব্যবহার করা হয়েছে। তিনি প্লানিং এন্ড অপারেশনকে পৃথক করা সঠিক হবে না মর্মে মন্তব্য প্রকাশ করেন। অপরিকল্পিত অবকাঠামো এবং বাঁধ নির্মাণের ফলে নৌ-চলাচল এবং মাছের মাইগ্রেশনের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি হচ্ছে। পরিকল্পনা প্রণয়নে এ বিষয়টি গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। প্রতিবেদনে কৃষি মন্ত্রণালয়ের কোন প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করা হয়নি। তিনি আন্তঃসেক্টরের মাঝে সমন্বয় সাধনের উপর গুরুত্ব প্রদান করেন।

৩.৩ যৌথ নদী কমিশনের সদস্য DSR এর Executive Summary - এর ২৮ পৃষ্ঠায় ৬.২ নং অনুচ্ছেদের প্রতি সভার দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক বলেন যে, উক্ত অনুচ্ছেদের বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহারের পর ঘাটতি দেখা দিলে তবেই দেশের ভূপরিস্থ পানি সম্পদ বাস্তবায়নের দিকে নজর দেয়া হবে। উক্ত অনুচ্ছেদে আরো বলা হয়েছে যে, বড় নদীগুলোর পানি সম্পদ উন্নয়নের পূর্বে দেশের ভূ-গর্ভস্থ পানির দীর্ঘমেয়াদী প্রাপ্যতা ও ব্যবহারের পরিমাণের বিষয়ে একটি ঐকমত্যে পৌঁছতে হবে এবং এ ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন দেশের ভূ-গর্ভস্থ পানির লভ্যতা, গুণগতমান ও ব্যবহারের উপর মনিটরিং। উপরোক্ত কাজ যথেষ্ট সময় সাপেক্ষ। তাই তিনি প্রশ্ন তোলেন যে, এক্ষেত্রে কি দেশের নদ-নদীর পানি উন্নয়ন কার্যক্রম স্থবির হয়ে থাকবে? তিনি জাতীয় পানি নীতির অনুচ্ছেদ ৪.১ এ ও ৪.২ ট এর প্রতি সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, সরকার কর্তৃক ঘোষিত এ নীতির আলোকে বড় নদ-নদীর পানি উন্নয়ন কোনক্রমেই শর্ত সাপেক্ষ হতে পারে না। এ ছাড়া সরকার বিভিন্ন সময়ে ঘোষণা করেছেন যে আমাদের নীতি হচ্ছে ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-পরিস্থ পানি ব্যবহারে একটি ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা। তিনি আরো বলেন যে ওয়ারপো কর্তৃক ইতোপূর্বে বিতরণকৃত খসড়া উন্নয়ন কৌশল প্রতিবেদনে ভূ-গর্ভস্থ পানির লভ্যতা মাত্রাতিরিক্তভাবে বেশী দেখানো হয়েছে যা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। এ ছাড়াও দেশের ভূ-গর্ভস্থ পানিতে মারাত্মক আর্সেনিক দূষণের বিষয়টির দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহারের সীমাবদ্ধতার দিকটি তুলে ধরেন। ভূ-গর্ভস্থ পানির পরিমাণ নিরূপণে মাঠ পর্যায়ের তথ্য উপাত্ত ব্যতীত অনুমান নির্ভর এবং বাস্তবতা বিবর্জিত হিসাব আন্তর্জাতিক নদ-নদীর পানি বন্টন আলোচনায় বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থকে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। তিনি দাবী জানান যে, ডিডিএস রিপোর্টে বিধৃত সমস্ত অগ্রহণযোগ্য তথ্য-উপাত্ত হয় সংশোধন করতে হবে অথবা

যাচাই করতে হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, চূড়ান্ত উন্নয়ন কৌশল খসড়া প্রতিবেদনের কোন অগ্রহণযোগ্য হিসাবে উক্তি দেয়া ঠিক হবে না।

৩.৪ বুয়েটের পানি প্রকৌশল বিভাগের অধ্যাপক ড. মনোয়ার হোসেন ও ভূপরিস্থ পানি ব্যবহারের উপর গুরুত্ব প্রদান করেন; তিনি জাতীয় পানি নীতিমালার আলোকে ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির সমন্বিত ব্যবহারের বিষয়ে সঠিক কৌশল গ্রহণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

৩.৫ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক বলেন যে, খসড়া চূড়ান্ত উন্নয়ন কৌশল প্রতিবেদনে দেশের ৫০% অংশের মধ্যে পর্যাপ্ত ভূগর্ভস্থ পানি রয়েছে মর্মে উল্লেখ আছে। এ বক্তব্য সংশোধন করা প্রয়োজন। তিনি উল্লেখ করেন যে, সেচ কাজে উত্তোলিত পানি পরবর্তী মৌসুমে ভূগর্ভস্থ পানি পুনর্ভরণ ঘটেছে তার কোন প্রমাণ নেই। তিনি এ ব্যাপারে ১৯৯৪ সালের খরার কথা উল্লেখ করেনএবং এর ফলে উত্তর বঙ্গের ভূগর্ভস্থ পানি স্তর নিচে নেমে যায় যা পরবর্তী বছরেও পুনর্ভরণ হয়নি। চূড়ান্ত উন্নয়ন কৌশল প্রতিবেদনের এমন কোনো অনুমিত ধারণা উচিৎ হবে না যা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী। উন্নয়ন সহযোগীদের ভূমিকা, ভবিষ্যৎ প্রকল্প গ্রহণ এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের Vision সুস্পষ্টভাবে প্রতিবেদনে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন বলে তিনি মন্তব্য করেন।

৩.৬ পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান বলেন যে, জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়নে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন সে অর্থ সরকারের সীমিত সম্পদের মাধ্যমে সংকুলান করা সম্ভব কি না বিষয়টি ভাবার অবকাশ রয়েছে। তিনি জানমালের নিরাপত্তা, অপরিকল্পিত বাঁধ/রাস্তাঘাট নির্মাণের ফলে মাছের মাইগ্রেশন -এ বাধার সৃষ্টি না হয়, জলাশয় রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে বেসরকারি অংশীদারিত্ব-এর বিষয়ে প্রতিবেদনে গুরুত্ব প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন।

৩.৭ মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রী তাঁর সভাপতির বক্তব্যে বলেন যে, উন্নয়ন কৌশল প্রতিবেদনে (১) নদী খনন (ড্রেজিং), (২) হাওর ও জলাভূমি এবং (৩) ভূমি উদ্ধারের বিষয়টি গুরুত্ব প্রদান করা হয়নি। তিনি বলেন এ বিষয়গুলোর উপর অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। ভূগর্ভস্থ পানির সঠিক পরিমাণ নির্ণয়ের জটিলতা কোথায় এবং যদি তা নির্ণয়ে আমরা একমত না হতে পারি সে ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কি? এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞগণ সুপারিশ করতে পারেন। জাতীয় পানি নীতি থেকে বিচ্যুতি হয় এমন কোনো কৌশল গ্রহণ করা সঠিক হবে না। তিনি জাতীয় পানি নীতির আলোকে ভূপরিস্থ পানি ব্যবহারের উপর গুরুত্ব প্রদান করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, দেশের ৬৪ টি জেলার মধ্যে ৬০টি জেলায় ভূগর্ভস্থ পানি আর্সেনিক দূষণের ফলে ভূগর্ভস্থ পানি যতটা কম ব্যবহার করা যায় তা দেশের জন্য মঙ্গল এবং সে অনুসারে উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ করে জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন যুক্তিযুক্ত হবে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, যৌথ নদী কমিশন বৈঠকে আলোচনায় বাংলাদেশকে অসুবিধার সম্মুখীন হতে না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তিনি গঙ্গা ব্যারেজ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। মাননীয় মন্ত্রী ওয়ারপোকে পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং যৌথ নদী কমিশনের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে চূড়ান্ত উন্নয়ন কৌশল প্রণয়ন করতে অনুরোধ করেন। মাননীয় মন্ত্রী সকল সংস্থা/বিশেষজ্ঞগণকে তাদের মন্তব্য/সুপারিশ লিখিত আকারে আগামী সভায় প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন। ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির প্রাপ্যতা ও সমন্বিত ব্যবহার সম্পর্কে চূড়ান্ত উন্নয়ন কৌশল প্রতিবেদনে যদি কোনো স্ববিরোধী বক্তব্য কিংবা তথ্য/উপাত্ত থাকে তবে তা নির্বাহী কমিটির পরবর্তী সভার পূর্বেই নিরসন হওয়া বাঞ্ছনীয় বলে মাননীয় মন্ত্রী অভিমত ব্যক্ত করেন।

৩.৮ সদস্য সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় আলোচনায় যে সকল বিষয়গুলো সভায় ঐকমত্য হয়েছে তা সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরেন।

৪. **সিদ্ধান্ত ঃ**

বিস্তারিত আলোচনা শেষে সর্ব সম্মতিক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তবলী গৃহীত হয় ঃ

৪.১ জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার খসড়া চূড়ান্ত উন্নয়ন কৌশল প্রতিবেদন পুনরায় পর্যালোচনার জন্য জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির পরবর্তী সভা ১৫ (পনের) দিন পর অনুষ্ঠিত হবে।

৪.২ পানি সম্পদ সচিব ওয়ারপো, যৌথ নদী কমিশন , বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং পানি বিশেষজ্ঞগণের সাথে একত্রে সভায় মিলিত হয়ে নিম্নবর্ণিত অনিষ্পন্ন বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে ঐকমত্যে উপনীত হয়ে জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির পরবর্তী সভায় উপস্থাপনের জন্য সুনির্দিষ্ট এবং সংক্ষিপ্ত খসড়া উন্নয়ন কৌশল প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে ঃ

- ভূ-পরিস্থ পানি এবং ভূ-গর্ভস্থ পানি প্রাপ্যতা ও সমন্বিত ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- আর্সেনিক দূষণ সংক্রান্ত;
- নলকূপের লাইসেন্স প্রদান সংক্রান্ত;
- সভায় আলোচিত অন্যান্য বিষয়াদি।

৪.৩ **উন্নয়ন কৌশল প্রতিবেদনে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো গুরুত্ব প্রদান করবে ঃ**

(১) নদী খনন(ড্রেজিং)এবং নদী ব্যবস্থাপনা;
(২) হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন;
(৩) জমি উদ্ধার;
(৪) সমুদ্র উপকূল;
(৫) কৃষি;
(৬) মৎস্য সম্পদ।

৫. পরিশেষে সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(এ.ওয়াই.বি.আই.সিদ্দিকী)
সচিব
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
ও
সদস্য-সচিব
জাতীয় পানি সম্পদ নির্বাহী পরিষদ

(আব্দুর রাজ্জাক)
মন্ত্রী
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
ও
আহ্বায়ক
জাতীয় পানি সম্পদ নির্বাহী পরিষদ